জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.৩২/২২

অভিযোগকারী - জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বনাম

প্রতিপক্ষ –

ক্রমিক নং	তারিখ	আদেশ	মন্তব্য
০১	১৯/১২/২০২২	গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সময় টিভিতে **"দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা"** শিরোনামে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রচারিত সংবাদে দেখা যায় যে, জনবহুল শহর ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে। ১৮ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর রেকর্ড করা হয়েছে ২৭৮, যা বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে নির্দেশ করছে। এ তালিকায় ২৭৪ একিউআই স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে পাকিস্তানের লাহোর এবং ২৫৬ স্কোর নিয়ে ভারতের দিল্লি তৃতীয় স্থানে রয়েছে। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার এ তালিকা প্রকাশ করেছে। একিউআই স্কোর ১০০ থেকে ২০০ পর্যন্ত 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে বিবেচিত হয় বিশেষ করে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য। একইভাবে একিউআই স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ তা জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোন্ ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়। বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি ধরনকে ভিত্তি করে - বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২ দশমিক ৫), এনও২, সিও, এসও২ ও ওজোন (ও৩)। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ুদূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো: ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলো। বর্তমানে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে, নির্মাণ কাজ, রাস্তার ধুলা ও অন্যান্য উৎস থেকে দূষিত কণার ব্যাপক নিঃসরণের কারণে ঢাকা শহরের বাতাসের গুণমান দ্রুত খারাপ হতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার সম্প্রতি জানান, শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় বাতাসে ধুলোর পরিমাণ বাড়ে। সেক্ষেত্রে নির্মাণ প্রকল্প আর যানবাহনের ধোঁয়া এটি বাড়ার প্রধান কারণ। তিনি আরও বলেন, যে মানমাত্রা রয়েছে পরিবেশ অধিদফতর থেকে সেটি হলো ৬৫ মাইক্রোগ্রাম; তার প্রায় তিনগুণের বেশি রয়েছে ঢাকা শহরের বায়ুমানে ধুলো। ঢাকা শহরের এরকম একটি কেন্দ্রে (বেইলি রোড) এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেখানে নির্মাণকাজ এবং ইটের ভাটা রয়েছে সেখানে দুষণের মাত্রা দ্বিগুণ। মূলত চলতি মাসেই রাজধানীতে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়েছে দ্বিগুণ। এ মৌসুমে বৃষ্টি না থাকায় পুরো সময়টাতেই থাকতে হয় কুয়াশা আর ধুলোর মিশেল ধোঁয়াশায়। **মেগাসিটি ঢাকা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে বায়ু দূষণে। এ দূষণের মাত্রা প্রতিনিয়ত বেড়ে আজ ভয়ংকর পরিস্থিতি ধারণ করেছে। স্বাস্থ্যকর ও নির্মল পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ঢাকা শহরে প্রবাহমান দূষিত বাতাসের ফলে মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানুষ প্রতিনিয়ত ফুসফুস জনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনী শক্তি হারাচ্ছে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মর্মে বিবেচিত। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণকে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ু দূষণের পশ্চাতে প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে আশু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে। সেই সাথে যারা দূষণ রোধে দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে তাদেরকেও জবাবদিহিতার মধ্যে আনা প্রয়োজন মর্মে কমিশন মনে করে। এ অবস্থায়, ঢাকা শহরে বায়ু দূষণের জন্য যে সকল বিষয়গুলো প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করে তদন্তপূর্বক বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরনের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর-কে বলা হল।**	

		একই সাথে লক্ষ্য করা যায়, যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজ ও নির্মাণ সাইটের ধুলো বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এ অবস্থায়, ঢাকা শহরে যানবাহনের ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত করতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে বলা হল এবং নির্মাণ সামগ্রী যাতে যত্রতত্র পড়ে থেকে পরিবেশের জন্য আরও হুমকি হয়ে না দাঁড়ায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-কে বলা হল। পরবর্তী তারিখ ২০/০২/২০২৩ প্রতিবেদনের জন্য। স্বাক্ষরিত/- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভাপতি বেঞ্চ-১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/সুয়োমটো ঢা.৩২/২২-৩২৬২(৪) তারিখ: ১৯/১২/২০২২

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিআরটিএ ভবন, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২।
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, প্লট# ২৩-২৬, রোড# ৪৬, ডিএনসিসি গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ৯ম তলা, ফনিক্স রোড, গুলিস্থান, ঢাকা-১০০০।

সংযুক্তঃ ফর্দ।

১৯/১২/২০২২

(সুস্মিতা পাইক)
উপপরিচালক
ফোন:-০২-৫৫০১৩৭২১